ঝিনাইদহে পুস্তক প্রকাশনা ও বিক্রয় সমিতির নির্বাচন সম্পন্ন

বাংলাদেশ পুস্তক বিক্রয় ও প্রকাশনা সমিতির ঝিনাইদহ জেলা শাখার (২০২৬-২০২৭) দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। এতে রাজু বুক ডিপোর স্বত্বাধিকারী মো: মোস্তাফিজুর রহমান টিপু সভাপতি এবং উদয়ন বুক হাউস এর স্বত্বাধিকারী মোঃ মোহায়মেনুর রহমান রাজু সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছে।

আজ বিকালে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রয় সমিতির কার্যালয়ে এই নির্বাচন সম্পন্ন হয়। জেলার পুস্তক প্রকাশনা ও বিক্রয় সমিতির সদস্যরা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

নির্বাচনে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক সহ মোট ১৭টি পদে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন।

এই নির্বাচনে বিজয়ী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ সকলকে ঝিনাইদহ জেলা দোকান মালিক সমিতি, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ ও বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন তাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

‘পরীক্ষায় উপযুক্ত নয়’ বলায় ঝিনাইদহে শিক্ষককে হাতুড়িপেটা

বছরে মাত্র ২৫ দিন ক্লাসে উপস্থিত থাকায় এক শিক্ষার্থীকে ‘পরীক্ষায় উপযুক্ত নয়’ বলে মন্তব্য করায় শিক্ষক হাবিবুর রহমানকে হাতুড়িপেটা করেছেন শিক্ষার্থীর বাবা।

এই ঘটনা ঘটেছে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার শোয়াইবনগর কামিল মাদরাসায়। শিক্ষার্থীর পিতা অভিযুক্ত শাহাজান কালীগঞ্জ

পৌরসভাধীন আড়পাড়া গ্রামের বাসিন্দা। এ ঘটনায় এলাকায় তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে।

শনিবার (২০ ডিসেম্বর) রাতে কালীগঞ্জ পৌর এলাকার আড়পাড়া দরগা মোড়ে এ ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগী আহত শিক্ষক হাবিবুর রহমান কালীগঞ্জের শোয়াইবনগর কামিল মাদরাসার গণিতের শিক্ষক ও একই উপজেলার মাজদিয়া গ্রামের সিরাজুল ইসলাম বিশ্বাসের ছেলে।

মাদরাসার একাধিক শিক্ষক জানান, শোয়াইবনগর কামিল মাদরাসার নবম শ্রেণির এক ছাত্র গত ১১ মাসে মাত্র ২৫ দিন ক্লাসে উপস্থিত ছিল। এ কারণে তাকে ‘পরীক্ষার উপযুক্ত নয়’ বলে মতামত দেন শিক্ষকরা। এতে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে পরিবারে বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগ দেয় ওই শিক্ষার্থী। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন ওই ছাত্রের বাবা শাহাজান। শনিবার কালীগঞ্জ পৌর এলাকার আড়পাড়া দরগা মোড়ে সামনে অবস্থান নেন। এসময় শিক্ষক হাবিবুর রহমান ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় তার পথ রোধকরে শাহাজান। পরে তাকে হাতুড়িপেটা করেন। এবস্থায় স্থানীয়রা শিক্ষক হাবিবুর রহমানকে উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে ভর্তি করেণ।

শোয়াইবনগর কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ মোহাম্মদ নুরুল হুদা বলেন, ‘ওই ছেলে নিয়মিত ক্লাস করে না। পড়াশোনার মানও সন্তোষজনক নয়। সে কারণে তাকে তো আর পরীক্ষা দিতে দেওয়া যায় না। কিন্তু বিষয়টি তার পরিবার মেনে নিতে পারেনি। এ কারণে শ্রেণি শিক্ষক হাবিবুর রহমানকে নির্মমভাবে হাতুড়িপেটা করেছেন তার বাবা। বিষয়টি কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও শিক্ষা অফিসে জানানো হয়েছে। প্রশাসন এ ঘটনায় দোষীদের বিচার না করলে আমরা কঠোর আন্দোলনে নামবো।’

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, অভিযুক্ত শাহাজান এর আগেও সহকারী শিক্ষক হাবিবুর রহমানের বিরুদ্ধে কালীগঞ্জ থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশি তদন্তে শাহাজানের অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়। এতে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে শাহাজান।

ভুক্তভোগী শিক্ষক হাবিবুর রহমান বলেন, ‘প্রতিটা শিক্ষার্থী আমাদের সন্তানের মতো। দায়িত্ববোধ থেকেই শিক্ষার্থীর ক্লাসে উপস্থিতি ও তাদের যোগ্যতার বিষয়টি প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে জানাতে হয়। ওই ছেলে গত ১১ মাসে মাত্র ২৫ দিন ক্লাসে উপস্থিত ছিল।

আমি শ্রেণি শিক্ষক হওয়ায় তার পরিবার আমার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। আমাকে তার বাবা হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে জখম করেছে। আমি থানায় অভিযোগ করেছি।

এ ঘটনায় অভিযুক্ত শাহাজানের বাসায় গিয়ে তাকে পাওয়া যায়নি। তবে তার স্ত্রী আদুরি বেগম বলেন, ‘শিক্ষকরা আমার ছেলেকে হত্যার জন্য পরিকল্পনা করে বেড়াচ্ছে। আমাদের পরিবার নিয়েও শিক্ষক হাবিবুর রহমান বিভিন্ন জায়গায় বাজে মন্তব্য করেছেন। মানুষ আমাদের কাছে এসব কথা বলেছে। এসব কারণে রাগের জেরে হয়তো শিক্ষক হাবিবুরকে মারধর করেছে। হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়েছে কি-না জানি না।

ঝিনাইদহে অনূর্ধ্ব ১৭ জাতীয় ফুটবল লীগের উদ্বোধনী ঘোষণা

ঝিনাইদহে অনূর্ধ্ব ১৭ জাতীয় ফুটবল লীগ‘চিত্রা ভেন্যু’র খেলার শুভ সূচনা করা হয়েছে। সোমাবার (২২ ডিসেম্বর) সকালে শহরের বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্টেডিয়ামে এই জাতীয় ফুটবল লীগের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সুবীর কুমার দাস প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এই খেলার শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করেন।

এসময় লীগ কমিটির চেয়ারম্যার সাবেক জাতীয় দলের ফুটবলার কায়সার হামিদ, সাঈদ হাসান কানন, নাজমুল হাসান লোভন, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, ঝিনাইদহ জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট আহসানুজ্জামান ঝন্টুসহ স্থানিয় ও সাবেক ফুটবলারগণ উপস্থিত ছিলেন।

এ বছর সারাদেশে ৮টি ভেন্যুতে এই ফুটবল লীগ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তার মধ্যে ঝিনাইদহ ভেন্যুতে খুলনা বিভাগের ৮ জেলার ফুটবল দল দুইটি গ্রুপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ঝিনাইদহ ভেনু্যুর দলগুলো হলো ঝিনাইদহ, নড়াইল, মাগুরা, সাতক্ষীরা, যশোর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা দল।

উদ্বোধনী দিনে এ গ্রপের চারটি দল অংশ গ্রহন করে। প্রথম খেলায় নড়াইল অনুর্ধ্ব ১৭ দল ১-০ গোলে স্বাগতিক ঝিনাইদহ দলকে

পরাজিত করে এবং দ্বিতীয় খেলায় সাতক্ষীরা দল মাগুরা দলের বিরুদ্ধে ২-০ গোলে বিজয়ী হয়।

আগামী ৩১ ডিসেম্বর এই ভেন্যুর চুড়ান্ত খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

প্রবাসিকে বিয়ে করে অর্থ হাতিয়ে নিয়ে তালাক দিলেন কোটচাঁপুরের পাখি

মোবাইল ফোনে সর্ম্পকের পর পারিবারিকভাবে বিয়ে এরপর ওই প্রবাসি যুবকের নিকট থেকে নগদ অর্থ হাতিয়ে নিয়ে করেছেন ঘরবাড়ি, সোনার গয়না ও ব্যাংক ব্যালেন্স তার পরে দিছেয়েন তালাক।

স্ত্রীকে ফিরে পেতে দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন যুবক, উপায় না পেয়ে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর মডেল থানায় অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগী ওই প্রবাসি মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান (৪৮)। তিনি নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলার লতব্দী গ্রামের সদর আলীর ছেলে।

স্ত্রী হামিদা খাতুন পাখি কোটচাঁদপুর উপজেলার লীকুন্ডু গ্রামের ওয়াজেদ আলী খানের মেয়ে। অভিযোগ সুত্রে জানা যায় প্রায় ৭ বছর আগে মালায়েশিয়া প্রবাসি মাহবুবুর রহমানের সাথে থাকেন প্রবাসি পাখির বোনের জামাইয়ের মাধ্যমে মোবাইল ফোনে পরিচয় হয় তাদের। এর পর প্রেমের সর্ম্পক তারপর ও পারিবাবিক সম্মতিতে দুজনের বিয়ে হয়।

এর মধ্যে কয়েকবার মাহবুবুর রহমান দেশে আসেন ও সংসার করেন পাখির সাথে। স্বামীর গ্রামের বাড়ি অনেক দুরে এবং স্বামী বিদেশ থাকার সুযোগে পরকিয়া সর্ম্পকে জড়িয়ে পরেন পাখি, ফলে তাদের সর্ম্পকে ভাটা পড়তে থাকে, এরমধ্যেই হামিদা খাতুন পাখি ডির্ভোস লেটার পাঠিয়েছেন মাহবুবুর রহমানের বাড়িতে।

তখন তিনি মালায়েশিয়াতে থাকার কারণে ডির্ভোস লেটার রিসিভ করতে পারেননি বলে জানান। মাহবুবুর রহমান অভিযোগে করে জানান পাখির সাথে তার ৭ বছরের সংসার জীবন। এর মধ্যে তিনি শুশুর বাড়িতে থাকার মত কোন ঘর না থাকায় নিজের খরচে একটি পাকা ঘর তৈরি করে দিয়েছেন। এছাড়াও বিভিন্ন সময় স্ত্রী পাখির নামে ১০ লক্ষ টাকা পাঠিয়েছেন যা দিয়ে স্ত্রী হামিদা সংসারের খরচ, ঘরের আসবাব পত্র এবং স্বর্ণাংকার তৈরি করেছেন। এখন তিনি হুট করে ১৬ নভেম্বর আমাকে ডিভোর্স দিয়ে আমার অর্থ আত্মসাৎ করার চেষ্টা করছেন। আমি ১১ ডিসেম্বর দেশে ফিরে আসি এবং ১৭ ডিসেম্বর কোটচাঁদপুরে এসে পাখির পরিবারের লোকজন এর সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করি এবং ডিভোর্স এর বিষয়ে আমি পাখির কাছে জানতে চাইলে তিনি আমাকে কোটচাঁদপুর ছেড়ে চলে যেতে বলেন এবং এসব নিয়ে বাড়াবাড়ি না করার পরামর্শ দিয়ে বলেন আর কখনও কোটচাঁদপুর আসলে আমাকে খুন করে লাশ গুম করে দেয়ার হুমকি দেন।

এর পর আমি এলাকার বিভিন্ন গনমান্য ব্যক্তির সাথে কথা বলেও কোন প্রতিকার না পেয়ে ১৮ ডিসেম্বর আমি কোটচাঁদপুর মডেল থানায় হামিদা খাতুন পাখি, পাখির বাবা ও ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছি। তারা সবাই আমার পরিশ্রমের অর্থ আত্মসাৎ করেছেন। আপনি এখন কি চাচ্ছেন এমন প্রশ্নে তিনি জানান হয় পাখি আমার স্ত্রী হিসেবে থাকবেন না হলে আমার দেয়া সকল অর্থ ফেরত দিবেন।

অভিযুক্ত পাখির সাথে কথা বললে তিনি জানান ৭ বছর আগে মাহবুবুর এর সাথে ৫০ হাজার টাকা দেনমহরে আমার বিয়ে হয়। গেল এক বছর যাবত আমার কোন খোজ খবর তিনি রাখেন না, সে কারণে আমি ঝিনাইদহ কোর্টে তাকে তালাক দিয়েছি। স্ত্রী হিসাবে সে আমার ভোরণপোষণ দিয়েছে এর বাইরে আমি কোন টাকা আত্মসাৎ করিনি।

অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত কর্মকর্তা এসআই রহিম সাথে কথা বললে তিনি জানান আপোষ মিমাংসার জন্য বিবাদীদেরকে ডাকলে তারা হাজির না হওয়ায় বাদীকে বিচারিক আদালতে যাওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

ঝিনাইদহে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক যুবক নিহত, আহত ১

ঝিনাইদহ শহরের ক্যাডেট কলেজের সামনে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তানভির হাসান (২৬) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় মোটরসাইকেলে থাকা অপর আরোহী আকাশ হোসেন (২২) গুরুতর আহত হয়েছেন।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত তানভির হাসান ঝিনাইদহ শহরের কালিকাপুর এলাকার আবুল বাসারের ছেলে এবং আহত আকাশ হোসেন সদর উপজেলার ঘোড়শাল গ্রামের আব্দুল মজিদের ছেলে।

ঝিনাইদহ ফায়ার সার্ভিসের পরিদর্শক তানভীর হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে তানভির হাসান বন্ধু আকাশ হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে মোটরসাইকেলে করে ঝিনাইদহ শহর থেকে শৈলকুপার দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে ক্যাডেট কলেজের সামনে পৌঁছালে মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের গতিরোধক (স্পিড ব্রেকার)-এর সঙ্গে ধাক্কা খায়। এতে তারা মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে রাস্তার পাশে পড়ে যান। ঘটনাস্থলেই তানভির হাসানের মৃত্যু হয়। এ সময় তার সঙ্গে থাকা আকাশ হোসেন গুরুতর আহত হন।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত আকাশ হোসেনকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন এবং নিহতের মরদেহ পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেন।

ছেলের আকস্মিক মৃত্যুর খবরে তার বাবা আবুল বাসার ভেঙে পড়েন। তিনি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, “ছেলেটা বন্ধুর মোটরসাইকেল নিয়ে বাইরে ঘুরতে বেরিয়েছিল, আমার বুক খালি করে লাশ হয়ে ফিরল।”

পুলিশ জানায়, দুর্ঘটনাকবলিত মোটরসাইকেলটি একটি অনিবন্ধিত ১৬০ সিসির এনএস পালসার।

কোটচাঁদপুরে সাপ্তাহিক দিগন্তবাণী’র ১৬তম বর্ষে পাঠক সমাবেশ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে গতকাল সাপ্তাহিক দিগন্তবাণী পত্রিকার ১৬তম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে এক পাঠক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মোঃ মহসীন আলী বলেন, সত্যের প্রশ্নে দিগন্তবাণী আপোষহীন। সাহসের সঙ্গে অন্যায়ের প্রতিবাদ করাই এই পত্রিকার মূল বৈশিষ্ট্য। “সত্যের সন্ধানে মানবকল্যাণে” এই স্লোগানকে ধারণ করে দিগন্তবাণী তার ১৬তম বর্ষে এগিয়ে চলেছে। এ কারণেই সত্যনিষ্ঠ ও সৎ মানুষরা এই পত্রিকাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসেন।

স্থানীয় কোটচাঁদপুর প্রেসক্লাব কার্যালয়ে দিগন্তবাণী সম্পাদক আলহাজ্ব মুহা. শাহ জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মোঃ মহসীন আলী।

অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কোটচাঁদপুর পৌরসভার কাউন্সিলর আব্দুল মাজেদ, সিনিয়র সাংবাদিক বিমল ভৌমিক, কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মঈন উদ্দিন খান, জিটি কলেজের সহকারী অধ্যাপক আলতাফ হোসেন, পৌর কলেজের প্রভাষক মোফাজ্জেল হোসাইন, বারবাজার আলিম মাদ্রাসার সহকারী অধ্যাপক আব্দুল খালেক, দিগন্তবাণী’র অস্ট্রেলিয়া প্রতিনিধি নুরুল ইসলাম, প্রকৌশলী মোঃ রুহুল আমিন, শিক্ষক মোঃ আফসার উদ্দিন, সাংবাদিক মোঃ রফিকুল ইসলাম, কামাল হাওলাদার, বিএম ওয়াদুদ, সিরাজুল ইসলাম মল্লিক, পাঠক মোঃ রুহুল আমিন, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের শাহরিয়ার অভিক, নাবিল আব্দুল্লাহ আহমাদ, ব্যবসায়ী মনোজ শর্মা, ফারুক হোসেন, মোঃ হোসাইন ও দেলোয়ার হোসেন সাঈদীসহ অন্যান্য পাঠক ও অতিথিবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোঃ আবদুল

হালিম। তিনি পুরো অনুষ্ঠানটি পরিচালনাও করেন। আনন্দঘন পরিবেশে দিগন্তবাণী পত্রিকার পাঠকরা তাদের মতামত ব্যক্ত করেন।

কোটচাঁদপুরে গলায় ফাঁস দিয়ে যুবকের আত্মহত্যা

গলায় ওড়না পেঁচানো অবস্থায় রুবেল হোসেনের (৩০) লাশ উদ্ধার করেছে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ। তিনি কোটচাঁদপুর উপজেলার বড়বামনদহ গ্রামের আতিয়ার রহমানের ছেলে। শনিবার সকালে পুলিশ তার মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, রুবেল হোসেন দীর্ঘ ছয় মাস ধরে অসুস্থতায় ভুগছিলেন। চিকিৎসার পেছনে তিনি তার সঞ্চয়ের সবটুকু ব্যয় করেন। এরপরও অবস্থার কোনো উন্নতি না হওয়ায় শনিবার সকালে অসহ্য যন্ত্রণায় বাড়ির সবার অগোচরে নিজ ঘরের আড়ার সঙ্গে ওড়না দিয়ে গলায় ফাঁস দেন তিনি।

এ সময় তার পাশেই ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটি বাজতে থাকে। কল রিসিভ না হওয়ায় মোবাইলে বারবার কল আসছিল। কিছুক্ষণ পর তার ছেলে বিষয়টি টের পেয়ে ঘরে দৌড়ে গিয়ে দেখতে পায়, তার পিতা আড়ার সঙ্গে ঝুলে আছেন। তখন সে চিৎকার করে কেঁদে উঠলে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে তার ঝুলন্ত লাশ নামান।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে লাশের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝিনাইদহ মর্গে পাঠায়।

রুবেল হোসেন পেশায় দিনমজুর ছিলেন। এর আগে তিনি কোটচাঁদপুরের একটি ক্লিনিকে কিছুদিন নাইট গার্ড হিসেবে কাজ করতেন। তবে অসুস্থতার কারণে ওই কাজটি বন্ধ করে দেন।

কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) খন্দকার এনায়েত হোসেন বলেন, প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যা বলে ধারণা করা হচ্ছে। লাশ

উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট পাওয়ার পর প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে।

ঝিনাইদহ সড়কের পাশে যত্রতত্র বালুর ব্যবসা, বাড়ছে ফুসফুস জনিত রোগ

ঝিনাইদহে মহাসড়কের পাশে সরকারি জায়গায় যত্রতত্র গড়ে উঠেছে জমজমাট বালুর ব্যবসা, এমনকি পাড়া-মহল্লার মধ্যে অবস্থিত রাস্তার পাশের খালি জায়গায়ও চলছে এসব বালুর ব্যবসা।

শহরের মধ্যে ঘুরে দেখা যায়, ঝিনাইদহ শিশু একাডেমির প্রবেশ পথের ধারেই দীর্ঘদিন ধরে চলছে বালুর ব্যবসা, শহীদ মসিউর রহমান সড়কের পাশে অবস্থিত জবেদা খাতুন একাডেমির চারপাশ জুড়ে একাধিক ব্যবসায়ী বালু রেখে খুচরা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এতে ওই এলাকায় সব সময় বায়ুদূষণ হচ্ছে, মাস্ক ছাড়া চলাচল অসম্ভব হয়ে পড়েছে। শহীদ মশিউর রহমান সড়েকের প্রায় ১ কিলোমিটার রাস্তার দুপাশেই সরকারি জায়গা দখল করে এই ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে কতিপয় ব্যবসায়ী, ঝিনাইদহ সদর উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি রবিউল ইসলাম জানান, আমার বাড়ির প্রবেশের প্রধান রাস্তার পাশে সরকারি জায়গায় দীর্ঘদিন ধরে বালুর ব্যবসা করছে, এতে করে শিশু,বৃদ্ধা সহ সকল বয়সের মানুষ এ্যাজমা, হাপানি, সহ ফুসফুস জনিত জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট প্রশাসন কেন পদক্ষেপ নিচ্ছে না আমি বুঝতে পারছি না।

ঝিনাইদহ শিশু একাডেমিতে পড়ুয়া এক ছাত্রের মা জানান, এই পথ দিয়ে আসা যাওয়ার সময় প্রতিবার আমার নাক-মুখ ঢেকে রাখতে হয়। সাংবাদিক শাহিদুর রহমান জানান, যত্রতত্র বালুর ব্যবসার পাশাপাশি শহরের মধ্যে কয়েকশো ভবন নির্মাণের কাজ চলছে, এই ভবন নির্মাণকারীরা কেউ কোন নির্মাণ সামগ্রী ঢেকে রাখেনা, এতে করে শহরে ভয়ংকর বায়ুদূষণের সৃষ্টি হয়েছে, পরিবেশ অধিদপ্তর অভিযান করে নামমাত্র

জরিমানা করছে, সামান্য শাস্তি হওয়ায় তারা কিছু মনে করছে না, পরেরদিনই আবার তারা ব্যবসা চালু করছে, এই অবৈধ ব্যবসা বন্ধ করতে হলে, বায়ুদূষণ নীতিমালার যথাযথ প্রয়োগ করে কঠিন শাস্তির আওয়ায় আনতে হবে।

এ ব্যাপারে জানার জন্য ঝিনাইদহ পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক মোঃ মুস্তাছির রহমানের নিকট জানতে চাইলে তিনি জানান, আমরা ইতিমধ্যে ৫টি অভিযান পরিচালনা করেছি, কয়েকজন কে শাস্তির আওয়াত এনেছি, আমাদের অভিযান চলমান থাকবে।

‘বায়ুুদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২২’ অনুযায়ী বায়ুদূষণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ দুই বছরের কারাদন্ড বা দুই লাখ টাকা জরিমানা বা উভয়দন্ড হবার বিধিমালা রয়েছে।

নির্মাণ কার্যক্রম থেকে দূষণ রোধে আইনে বলা হয়েছে, রাস্তা, ড্রেন, ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ, পুননির্মাণ, মেরামত বা সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনার সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে ছয়টি ব্যবস্থা নিতে হবে। নির্মাণস্থলে যথাযথ অস্থায়ী ছাউনি বা বেষ্টনী স্থাপনসহ নির্মাণাধীন ভবন আচ্ছাদিত রাখতে হবে। সব ধরনের নির্মাণসামগ্রী (মাটি, বালি, রড, সিমেন্ট, ইত্যাদি) আবৃত বা ঢেকে রাখতে হবে। নির্মাণসামগ্রী (মাটি, বালি, সিমেন্ট, ইট, ময়লা-আবর্জনা) পরিবহনে ব্যবহৃত ট্রাক, ভ্যান বা লরি আবৃত বা সম্পূর্ণভাবে ঢেকে পরিবহনের ব্যবস্থা করতে হবে।

এছাড়া মাটি, বালি, সিমেন্ট, ইট, ময়লা-আবর্জনা, ইত্যাদি পরিবহন ও নির্মাণকাজে ব্যবহৃত ট্রাক, ভ্যান বা লরির চাকার কাদা-মাটি বা ময়লা-আবর্জনা সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করে রাস্তায় চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে।

নির্মাণসামগ্রী (মাটি, বালি, সিমেন্ট, ইত্যাদি) রাস্তায়, ফুটপাতে বা যত্রতত্র ফেলে রাখা যাবে না এবং নির্মাণকাজে সৃষ্ট বর্জ্য খোলা অবস্থায় সংরক্ষণ বা পোড়ানো যাবে না। এছাড়া নির্মাণ, পুননির্মাণ বা মেরামত স্থলের আশপাশে দিনে অন্তত দুবার পানি বা ধুলাবালি নিয়ন্ত্রণকারী কেমিক্যাল ছিটাতে হবে।

এসব নিয়ম না মানলে সর্বোচ্চ দুই বছরের কারাদন্ড বা সর্বোচ্চ দুই লাখ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দন্ড হতে পারে বলে বিধিমালায় উল্লেখ করা হয়েছে,

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডাঃ রাজিব চক্রবর্তী জানান, বায়ুদুষণের কারণে ফুসফুস জনিত রোগের সংখ্যা বেড়েছে, এ্যাজমা, হাপানি, এলার্জি সহ জটিল ও কঠিন রুগীর সংখ্যা বাড়ছে।

ঝিনাইদহে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহ শহরে ‘বন্ড ক্লথিং হাউস’ নামে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যুবলীগ নেতার মালিকানা রয়েছে দাবি করে হামলার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শুক্রবার এ হামলার ঘটনা ঘটার পরে প্রতিষ্ঠানটির মালিকানা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে শহরজুড়ে।

বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতার আক্রোশের শিকার ওই ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে যুবলীগ নেতা আশফাক মাহমুদ জনের মালিকানা বা ন্যূনতম কোনো শেয়ার নেই বলে দাবি করেছেন ব্যবসায়ীরা। এ নিয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন শহরের ব্যবসায়ীরা।

আজ শনিবার (২০ ডিসেম্বর) বেলা ১২টার দিকে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ প্রতিবাদ জানান ব্যবসায়ী ও ক্ষতিগ্রস্থরা।

পোশাক প্রস্তুতকারী ও বিপণন প্রতিষ্ঠান ‘বন্ড’ ক্লথিংয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিজানুর রহমান সংবাদ সম্মেলনে জানান, ‘বন্ড’ একটি দেশীয় পোশাক তৈরি ও বিপণন ব্র্যান্ড। দেশের বড় বড় শহরগুলোতে বন্ড তাদের আউটলেট পরিচালনা করছে। ঝিনাইদহ শহরের এইচএসএস সড়কের ‘সাবদার বিশ্বাস মার্কেট’র দুটি ফ্লোর ভাড়া নিয়ে ‘বন্ড’ তাদের আউটলেট চালু করেছে। তিন বছর যাবত একই মার্কেটে (ভাড়াকৃত) ‘বন্ড ক্লথিং হাউস’ ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে। ওই ভবনের একক মালিকানা নেই যুবলীগ নেতা আশফাক মাহমুদ জনের। পৈত্রিক

সূত্রে ওই ভবনের মালিক চারজন। তাদের মধ্যে আশফাক মাহমুদ জন একজন। তবে তিনি ‘বন্ড ক্লথিং হাউস’ এর কোনো মালিক বা শেয়ার হোল্ডার না।

সংবাদ সম্মেলনে দাবি করা হয়, যুবলীগ নেতা আশফাক মাহমুদ জন ভবনের যৌথ মালিকদের একজন। কিন্তু তিনি ‘বন্ড ক্লথিং হাউস’র সঙ্গে কোনো ভাবেই সম্পৃক্ত নেই। কিন্তু একটি মহল বারবার ‘বন্ড ক্লথিং হাউস’ এ যুবলীগ নেতা আশফাক মাহমুদ জনের মালিকানা রয়েছে, এমন গুজব ছড়িয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটিতে হামলা চালিয়েছে। অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। এতে প্রতিষ্ঠানটির প্রায় আড়াই কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে সংবাদ সম্মেলনে দাবি করা হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে জেলা দোকান মালিক সমিতির সমিতির সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম বাদশা, শহিদুল ইসলাম মিঠু, ‘বন্ড’ ক্লথিং হাউসের জিএম এএমএম মনিরুজ্জামান, রবিউল ইসলাম, ভবন মালিক জাহিদ হোসেন বিপ্লব, রবিউল ইসলাম রবি। এসময় ক্ষতিগ্রস্থ দেশীয় পোশাক প্রস্তুতকারী ও বিপণন প্রতিষ্ঠান ‘বন্ড’ ক্লথিং হাউস সহ শহরের অন্যান্য ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) বেলা ৩টার দিকে শহরের এইচএসএস সড়কের ‘বন্ড ক্লথিং হাউস’ এ হামলা চালায় বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতা। এসময় প্রতিষ্ঠানটিতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। পরে ফায়ার সার্ভিজের একটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

কোন পেশীশক্তি নির্বাচন বিঘ্নিত করতে পারবে না

খুলনা বিভাগীয় কমিশনার মোঃ মোখতার আহমেদ বলেছেন, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পেশীশক্তি মোকাবেলা ও কোন অপশক্তি যাতে নির্বাচন বিঘ্নিত না করতে পারে সে ব্যাপারে খুলনা বিভাগের ১০ জেলায় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।

আজ শনিবার (২০ ডিসেম্বর) সকালে ঝিনাইদহ শহরের চাকলাপাড়াস্থ সার্কিট হাউস এলাকায় পরিবেশ বান্ধব ফলের বাগান ও সৌন্দর্য্যবর্ধন প্রকল্প উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

বিভাগীয় কমিশনার আরো বলেন, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন গ্রহনযোগ্য, সুষ্ঠ, অবাধ ও শান্তিপুর্ণ করতে সম্ভব সব কিছু সম্পন্ন করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের আইনকানুন ও প্রণীত নীতিমালা কঠোরভাবে অনুসরণ করা হবে।

এ সময় অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার আবু সায়েদ মোঃ মনজুর আলম, ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ, পুলিশ সুপার মোঃ মাহফুজ আফজাল, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক রথীন্দ্র নাথ রায়, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নূর-এ নবীসহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিভাগীয় কমিশনার মোঃ মোখতার আহমেদ বলেন, ঝিনাইদহের মানুষ বেশি আবেগপ্রবণ। তবে তারা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তিনি আশা করেন আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সফল করতে জেলার মানুষ শতস্ফুর্তভাবে এগিয়ে আসবেন।